তারাশঙ্করের

প্রতিমা

পরিচালনা
পলাশ ব্যানার্জী
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন-এর

প্রথম নিবেদন

তারাশংকরের

প্রতিমা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
পলাশ ব্যানার্জী

সংগীত
হেমন্ত মুখার্জী

প্রযোজনা
পলাশ ব্যানার্জী। শ্যামল চ্যাটার্জী

চিত্রশিল্পী ঃ দীপক দাস • সম্পাদনা ঃ কালিপ্রসাদ রায় • শিল্পনির্দেশনা ঃ সঞ্জীব সেন
রূপসজ্জা ঃ দুর্গা চ্যাটার্জী • স্থিরচিত্র ঃ এড্‌না লরেঞ্জ • পরিচয় লিখন ঃ নিতাই বসু
মৃৎশিল্পী ঃ যতীন্দ্রনাথ পাল এণ্ড সন্স (কুমারটুলি)। অমল দাস (বোলপুর) • সাজসজ্জা ঃ গণেশ মণ্ডল
শব্দগ্রহণ ঃ জে. ডি. ইরানী। অনিল দাসগুপ্ত। রবীন সেনগুপ্ত • প্রচার পরিকল্পনা ঃ রঞ্জিৎ মিত্র
নৃত্য পরিচালনা ঃ শম্ভু ভট্টাচার্য্য • কর্মসচিব ঃ প্রণয়কুমার ধর
ব্যবস্থাপনা ঃ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই সরকার

ঃ নেপথ্য কণ্ঠে ঃ

হেমন্ত মুখার্জী। আরতি মুখার্জী। প্রতিমা ব্যানার্জী। শক্তি ঠাকুর। জয়ন্তী সেন। হাসু রায়

ঃ গীতরচনা ঃ

দীনবন্ধু মিত্র—'প্রাণ বল্লভ তোমা বই আর জানি না' । তারাশংকর—'মন জানে না মনের কথা'
গৌরীপ্রসন্ন—'তোরা সব ভাদুর রূপটি দেখে' । গৌরীপ্রসন্ন—'কবরই দাও বা চিতায় পোড়াও'
গৌরীপ্রসন্ন—'মান করো না বিধু মুখী' । গৌরীপ্রসন্ন—'আমি বউ তুমি বর'

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা ঃ দিলীপ মুখার্জী। গুলবাহার সিং টাটেজা। চিত্রশিল্পে ঃ শংকর চ্যাটার্জী। সুবীর রায় বরুণ রাহা। সম্পাদনা ঃ স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী। শিল্পনির্দেশনা ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জা ঃ প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী। তাপস চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণ ঃ সিদ্ধি নাগ। সৌমেন চ্যাটার্জী দুলাল দাস। ব্যবস্থাপনা ঃ পাতিরাম মণ্ডল। প্রচার পরিকল্পনা ঃ শান্তি দাশগুপ্ত

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অবিনাশপুর)। শ্রীরাম উচ্চ বিদ্যালয় (অবিনাশপুর)। অপূর্ব মণ্ডল (অবিনাশপুর)
অধীর পাল (অবিনাশপুর)। সুরুল সরকার বাড়ী (বড় তরফ)। নিত্যানন্দ বস্ত্রালয় (বোলপুর)
বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)। টুলু চৌধুরী (কলিকাতা)
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও। টেক্‌নীসিয়ান্স ষ্টুডিও। ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

ঃ আলোক সম্পাতে ঃ

প্রভাস। সুনীল। ভবরঞ্জন। কাশী। তারাপদ। হেমন্ত। মনোরঞ্জন। শম্ভু। নিতাই

ঃ অভিনয়ে ঃ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। সন্তু মুখোপাধ্যায়
ছায়াদেবী। সীতা মুখার্জী। রেবাদেবী। সীমা দে। চন্দনা লাহা। প্রমীলা ত্রিবেদী। ইন্দ্রানী কর্মকার দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য। কালী ব্যানার্জী। শেখর চ্যাটার্জী। অজিত চ্যাটার্জী। সুশরণ মণ্ডল পার্থ দাশগুপ্ত। অরুণাভ অধিকারী। ধীমান চক্রবর্তী। প্রেমাংশু বসু

অতিথি শিল্পী ঃ অনিল চ্যাটার্জী। রবি ঘোষ। অনুপকুমার। মিঠু মুখার্জী

বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ এম. ডি. এন্টারপ্রাইজ

কাহিনী

আট বছরের গরীবের ঘরের যমুনার শুধুমাত্র রূপের জোরে পাশের গ্রামের জমিদারবাবুর একমাত্র ছেলে চোদ্দ বছরের অমূল্যর সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল। সবাই খুসী হলো, শুধু খুসী হলেন না জমিদার-গিন্নী, অর্থাৎ অমূল্যর মা। যার ফলে বালক-অমূল্যর মনে বিয়ের প্রথম দিন থেকেই স্ত্রীর প্রতি অবহেলা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কারণে-অকারণে তিরস্কার করতে লাগলেন বালিকা পুত্রবধূকে। বিয়ের পণ-এর টাকার জন্যে প্রায়ই গঞ্জনা দিতেন যমুনাকে।

একদিনের বালক-বালিকা আজ বড় হয়েছে। মা-এর প্রশ্রয়ে অমূল্য মানুষের পরিবর্তে অমানুষ হ'য়ে উঠেছে। লেখাপড়া সে শেখেনি। তার ওপরে গ্রামের যত মুচি, মেথর, বাউরী ছেলেদের নিয়ে সারাদিন লাঠিখেলা, কুস্তি করা, শিকার করা—এই সব নিয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যের পর তার আড্ডা জমে তার রক্ষিতা বাতাসীর বাড়ীতে। সেখানে সে মদ-ভাং খেয়ে হৈ-চৈ ক'রে রাত্রির শেষ প্রহরে কোনদিন বাড়ী ফেরে, কোনদিন বাড়ী ফেরে না। আর স্ত্রী, যমুনা, মাতাল স্বামীর বাড়ী ফেরার আশায় দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রি শেষ ক'রে দেয়। এই রকম প্রাত্যহিক জীবনে জমিদার বাড়ীতে মা-দুর্গার প্রতিমা তৈরী করতে নবীন যুবক মলিন এলো। মলিন ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিমা তৈরী করে প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে অন্দর-মহলেও যায়। নানান কাজে কখনও যমুনাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে, কখনও যমুনার ওপরে শাশুড়ীর নির্য্যাতনের টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। আর অকারণে মলিনের শিল্পী-মন ব্যাথায় টন্‌-টন্‌ ক'রে ওঠে। সে বুঝতে পারে না, যমুনার অপরাধটা কোথায় ? রাত্রি জেগে নাটমণ্ডপে মলিন প্রতিমা তৈরী করে। যমুনা জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনে। যেদিন মত্ত অবস্থায় অমূল্য বাড়ী ফেরে, সেদিন নাটমণ্ডপ থেকেই অমূল্যর যমুনার ওপরে আস্ফালন, অত্যাচার সবই বুঝতে পারে। শিল্পীর অবুঝ-মন, বেদনার কান্নায় কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। প্রতিমা তৈরী শেষ হয়। পঞ্চমীর দিন মলিন প্রতিমা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে বাড়ী চ'লে গেল। ষষ্ঠীর দিন মহাসমারোহে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করা হলো।

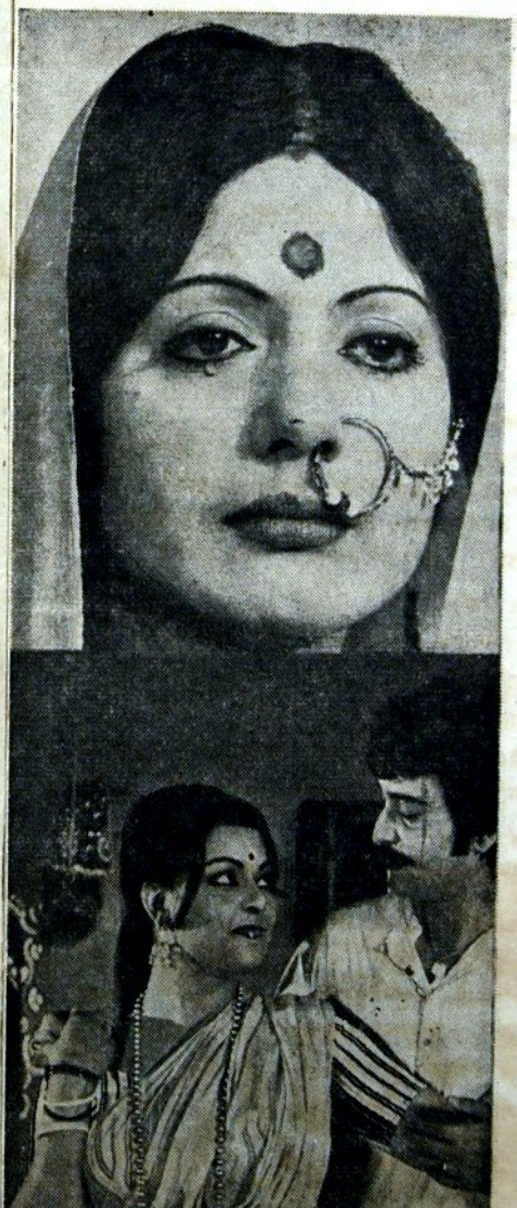

কাহিনী

কিন্তু সবাই বিস্ময়ে যেন বোবা হ'য়ে গেল। দুর্গা প্রতিমার কাঁধে ঠিক যেন যমুনার মুখটি বসানো। চারিদিকে গুঞ্জন উঠলো। ছি-ছি-কার উঠলো। সবার মুখে একটাই কথা—স্বামীর ভালোবাসা পায়নি ব'লে যমুনা বাড়ীর মিস্ত্রীর সঙ্গে গোপনে প্রেম ক'রেছে। লাঞ্ছিতা যমুনার লাঞ্ছনার আর শেষ থাকে না। তাকে তার ঘরেবন্দী ক'রে রাখা হলো। উদ্দেশ্য, ভালোয় ভালোয় পূজোর ক-টা দিন কেটে যাক, তারপর যমুনার ব্যবস্থা হবে। একদিন পূজো শেষ হলো। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হলো বিসর্জনের জন্যে। যমুনার ননদ শিবানী ঢুকলো যমুনার ঘরে যমুনাকে মা-দুর্গার প্রসাদী সিঁদুর পড়াতে। অমূল্যর কল্যাণ হবে। যমুনা কথায় কথায় ননদকে বললো—'তোমার দাদাকে আজ একবার আসতে বলবে ?'

শিবানী ব্যঙ্গের সঙ্গে উত্তর দিলো—'দাদা বোধহয় আর কোনদিনই এঘরে আসবে না। কারণ, দাদা তোমাকে অবিশ্বাস করে।' মুহূর্তের মধ্যে যমুনার জীবনের সব আলো যেন নিভে গেল। এলো বিজয়া দশমীর সকাল। সবাই বিজয়ার আনন্দে মেতে উঠলো। কিন্তু অমূল্যর মনে তখন অনুশোচনার ঝড় ব'য়ে চলেছে। বিসর্জনের সময় যমুনার কথাটা তার কানে এসেছে। তারপর থেকেই সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে—যে বউ মা-দুর্গার মত দেখতে, আর সেই বউ-এর মুখের দিকে সে ভালো ক'রে চেয়েও দেখেনি ; শুধু অনাদর ক'রে এসেছে, অবহেলা করে এসেছে ! অমূল্য পাগলের মত বাড়ীর দিকে ছুটলো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমূল্যর সে সাধ কি পূর্ণ হয়েছিল।

গান

এক

তোরা সব আমার ভাদুর রূপটি দেখে
হিংসেতে লো জ্বলিস কেনে ?
তোদের প্যাঁচা চোখে করবো কি বল
সূর্য্যেরই ঐ আলো এনে।
সোনার অঙ্গ আমার ভাদুর
মাথায় কালো চুলেরই ঢেউ।
আমার ভাদুকে যে চোখে দেখেও
চিনতে তোরা পারলি নে কেউ ॥
যেমন ভাদুর রূপটি ওরে
গুণেরও তার তুলনা নাই।
হলো না তো আমার ভাদুর
মনের মত যোগ্য জামাই ॥
রাজকণ্যে এমন মেয়ের
রূপ-গুণ সব গেল চুলোয়।
পরশ মাণিক পেয়েও তোরা
ফেলে দিলি পথের ধুলোয়।
ভাদু সোনার চোখেরই জল
দেখলি না হায় কেউ তো চেয়ে।
যে সংসারে যেতো ভাদু
সুখী হ'তো তাকে পেয়ে ॥
মনের মত পায় না সে বর
ভাদুর পূজো যে না করে।
তার পূজো তো নেয়না ভাদু
দুঃখে যার না নয়ন ঝরে ॥
হয়না যেন দুঃখিনী কেউ
আমার সোনার ভাদুর মত।
ভাদু পূজো ক'রে সবাই
করবে পালন ভাদুব্রত ॥

দুই

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্‌ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্‌ব্যন্দ পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ-নন্দ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বন্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যে
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তারহেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

গান

তিন

আমি বৌ—তুমি বর
সাত পাকে বাঁধা ওগো
তুমি কি আমার পর।
আমি বৌ—তুমি বর ॥
মারো ধরো বকো তবু করবো না রাগ আর,
ভালো ক'রে জানো তুমি কে আমি আমি কার।
আমরা পুতুল এই সংসার খেলাঘর—
আমি বৌ—তুমি বর ॥
আমার মাথার সিঁদুর তুমি, তোমায় দিয়েছি মন,
আমি দাসী, তুমি প্রভু আমারই যে গুরুজন।
তুমি সুখী হও যদি, সেই তো আমার সুখ,
চিরদিন দেখি যেন, তোমারই ও হাসিমুখ।
তুমি আছো পাশে ওগো নেই বাধা নেই ডর,
আমি বৌ—তুমি বর।
সাতপাকে বাঁধা ওগো, তুমি কি আমার পর।

চার

কবর দাও বা চিতায় পোড়াও
মরলে সবাই মাটি
তবে বামুন ব'লে মিথ্যে কেন
গর্বে শুধু ফাটি।
জাতের বালাই নেই তো আমার,
মানুষ সবাই বামুন চামাড়।
কেন, ছোটবড়র প্রশ্ন তুলে
মিথ্যা কাটাকাটি ॥
চামড়া দিয়ে মোড়া আছে কখানা এই হাড়
চোখ বুজলেই সবই তো শেষ
নেই যে কিছু আর।
দুদিনের এই ভবে এসে
মানুষকে যাও ভালোবেসে।
মানুষকে যে ভালোবাসে
সেই তো আসল খাঁটি—
মরলে সবাই মাটি ॥

পাঁচ

মন জানে না মনের কথা
দিশেহারা অভিমানে—
পরাণ কেঁদে হ'লো সারা
মনের কথা নাহি মানে।
যার তরে হায় পরাণ কাঁদে
তায় দেখিনা কুলের বাদে।
চোখ দেখে না নষ্ট চাঁদে
মন চেয়ে রয় তারই পানে ॥
গরব রাধার রইলো সখী
গরবিণী নাম ছুটেছে।
পরাণ হলো কাঙালিনী
ধুলোর তলে ঐ লুটেছে ॥
শ্যাম সে কাঁদে রাধার তরে
রাধা কাঁদে অঝোর ঝ'রে
নয়ন জলের তুফান বঁধু
যমুনাতে বয় উজানে—।
মন জানে না মনের কথা—

গান

ছয়

প্রাণবল্লভ, আমি তোমা বই আর জানিনা—

তুমি শ্যাম	আমি পেয়ারী,
তুমি শুক	আমি সারি
তুমি ষাড়	আমি গাই,
তুমি হাতা	আমি ছাই।
তুমি বেড়ী	আমি হাঁড়ি
তুমি ঘোড়া	আমি গাড়ী।
তুমি বোলতা	আমি চাক,
তুমি ঢাকি	আমি ঢাক।
তুমি পোকা	আমি ফুল,
তুমি কর্ণ	আমি দুল।
তুমি ছাগ	আমি ছাগী,
তুমি ছিঁচকে	আমি দাগী।
তুমি ডালা	আমি ডালি,
তুমি শালা	আমি শালী।

সাত

মান ক'রো না বিধুমুখী (দোহাই তোমার)
আহা, মলিন কেন মুখ-শশী
কি ঘটনা ঘটলো এমন
যাতে আমি হলাম দোষী।
কি অসুখে মনো দুঃখে
হাসি নেই ও চন্দ্র মুখে,
তোমা বিনে এই বিরহ
সে তো বিধবারই একাদশী ॥
এনেছি সোনার কাঁকন
আলতা সিঁদুর রঙিন শাড়ী।
তুমি যদি মুখ কর ভার
সে কি বল সইতে পারি ?
ও-মুখে না দেখলে হাসি
সংসার ছেড়ে যাবো কাশী
কৃষ্ণভাবে হবো বিভোর
বৈতরণীর পারে বসি—॥

এসডি প্রিন্টার্স । কলিকাতা ছয় থেকে মুদ্রিত